পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ-৪ গ্রেড করার নীতিগত সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০

জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫-এর পরিবর্তে সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ-৪ নির্ধারণ করা হবে। গতকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক কর্মশালায় এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে আরও কয়েকটি সভা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কর্মশালায় পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেড পরিবর্তন কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন নতুন এ গ্রেড পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। খসড়া প্রস্তাবনা প্রকাশের পর এ বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন।

সভা শেষে অধ্যাপক শাহাদাত হোসেন সংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে নতুন জিপিএ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে। বহির্বিশ্বের সঙ্গেও সমন্বয় থাকছে। চলতি বছর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি-জেডিসি) পরীক্ষা থেকে জিপিএ-৪ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি বছর নভেম্বরে আয়োজিত জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা থেকে নতুন পদ্ধতি কার্যকর করা হতে পারে।

advertisement

সভায় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি বলেন, যেহেতু এটি একটি বড় কর্মযজ্ঞ, এটি চূড়ান্ত করার আগে আরও দু-একটি সভা করা প্রয়োজন। কোনো পরিবর্তনের ফলে কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

প্রস্তাবিত গ্রেড পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়, নম্বরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ জিপিএ-৪ করা হলে এ ক্ষেত্রে ৯০ থেকে ১০০ পর্যন্ত এ প্লাস জিপিএ-৪, ৮০-৮৯ পর্যন্ত ‘এ’, ৭০-৭৯ বি প্লাস, ৬০-৬৯ ‘বি’, ৫০-৫৯ ‘সি’ প্লাস,

৪০-৪৯ ‘সি’, ৩৩-৩৯ ‘ডি’ এবং শূন্য থেকে ৩২ ‘এফ’ গ্রেড বা ফেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. সোহরাব হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. সৈয়দ গোলাম ফারুক প্রমুখ।